দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 15-Dec-2005
পৃষ্ঠা - ১৭ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একমাত্র হোমিওপ্যাথিক কলেজ

বাংলাদেশ সরকারী হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রী কলেজ

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক

বর্তমানে বিশ্বে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা একটি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) হোমিওপ্যাথিকে Alternative medicine হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশে হোমিও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ এবং (MBBS) সমমানের হোমিও মেডিকেল অফিসার তৈরির লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকার মিরপুর-১৪-এ ১৯৮৪ তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এটি বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথিক সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ এবং একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস : ১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আওতাধীন প্রকল্প আকারে ১৯৮১ সালে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনামে সরকারী হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল, রিসার্চ সেন্টার তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৪ সালে পূর্ত মন্ত্রণালয় ঢাকা শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র সেনানিবাস সংলগ্ন মিরপুর ১৪নং এলাকায় তিন একর জমি বরাদ্দ পাওয়ার পর প্রকৃত পক্ষে প্রজেক্টের কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রকল্পটির মেয়াদ ১৯৯৩ সালে শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট জনবলসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য সুপারিশ করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি ভালো করে পরিদর্শন, নিরীক্ষণ করে মোট ১৭৪ জন জনবলের মধ্যে ১৬১ জন জনবলসহ ৯ মার্চ ১৯৯৯ তারিখে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করে।

কলেজের কার্যক্রম :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী অনুষদের অধীনে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন- এন্ড সার্জারি (BHMS) কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু করে। বিজ্ঞান শাখা থেকে S. S. C ও H. S. C-তে কমপক্ষে ১২০০ নম্বর নিয়ে এ কলেজে ভর্তি হতে হয়। ভর্তির পর পাঁচ বছর একাডেমিক শিক্ষা ও পরবর্তী একবছর কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালে ইন্টার্নি শেষে B. H. M. S ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যে চারটি ব্যাচ B. H. M. S ডিগ্রী নিয়ে বের হয়েছে এবং ৫ম ব্যাচ ইন্টার্নিরত। প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে ভর্তি করা হয়। এ বছর চৌদ্দতম ব্যাচের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বি.এইচ. এম. এস. কোর্সের একাডেমিক বিষয়সমূহ :

১ম পেশাগত পরীক্ষা (১২০০ নম্বর)

ANATOMY. PHYSIOLOGY. MATERIA MEDICA & TISSUE REMEDIS. PHARMACY. ORGANON OF MEDICINE.

২য় পেশাগত পরীক্ষা (৯৫০ নম্বর)

FORENSIC. MEDICINE. PATHOLOGY. COMMUNITY MEDICINE,ORGANON OF MEDICINE MATERIA MEDI CA.

৩য় পেশাগত পরীক্ষা (১০৫০ নম্বর)

GYNAECOLOGY. OBSTETRICS. MATERIA MEDICA. PRACTICE OF HOMEOPATHIC MEDICINE ORGANON OF MEDICINE.

চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষা (৯৫০ নম্বর)

SURGERY. PSYCHOLOGY. MATERIA MEDICA. HOMEOPATHIC PHYLOSOPHY & PRINCIPLE OF HOMEOPATHY. CHRONIC DISEASE. CASE TAKING & REPARTORY. পরীক্ষার্থীকে উল্লেখিত বিষয়সমূহে মোট ৪১৫০ নম্বরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

হাসপাতালের কার্যক্রম

একাডেমিক শিক্ষা শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে দ্বিতল, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতা পেরিয়ে ভবনটির কার্যক্রম ১৯৯৩ সালের ২১ জুন বহির্বিভাগ চালুর মাধ্যমে শুরু হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে হাসপাতালের জরুরী বিভাগ, আন্তঃবিভাগ, এক্স-রে ও প্যাথলজি বিভাগ চালু করা হয়। আন্তঃবিভাগে একজন RMOসহ চারজন CA আছেন যারা সার্বক্ষণিক দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের সাহায্য করে যাচ্ছেন। হোমিওপ্যাথিক স্বল্প ব্যয়, সহজলভ্য, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৯৯৮ সালে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের এক জরিপে জানা যায়, দেশের মাত্র ৪২% লোক চিকিৎসা সেবা পায়। এরমধ্যে শুধু হোমিওপ্যাথি ৯% সেবা দেয়। কাজেই দেশের একমাত্র এ সরকারী প্রতিষ্ঠানকে আরও আধুনিকায়ন করে এবং কলেজ সংলগ্ন একটি রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা দরকার।

এক নজরে স. হো. মে. ক.

প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল : ডাঃ মেজর (অবঃ) আব্দুর রউফ মাহমুদ, বর্তমান (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ডাঃ রুহুল আমিন, হোমিও শিক্ষক : ২৪ জন (১২ জন MBBS ও ১২ জন হোমিও), কলেজ ভবন : ১টি চারতলা বিশিষ্ট, লাইব্রেরী : ১টি, হাসপাতাল : ১টি (১০০ শয্যা বিশিষ্ট), গ্যালারী : ২টি, কমনরুম : ২টি, মসজিদ : ১টি, শহীদ মিনার : ১টি।

হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ভর্তির নিয়মাবলী : S.S.C ও H. S. C বিজ্ঞান বিভাগ থেকে কেবল ১১৫০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র- ছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

মোট আসন- ৫০টি, এর মধ্যে ১টি বিদেশী ও ১টি উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত।

ভর্তি পরীক্ষা MCQ পদ্ধতিতে হয়। জীব বিজ্ঞান-৩০, পদার্থ-৩০, রসায়ন-৩০ এবং ইংরেজী-১০ এবং S. S. C ও H. S. C-এর যথাক্রমে ৪% ও ৬% মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।